মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ‘সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন’ ও ‘দেশব্যাপী ফিন্যান্সিয়াল লিটারেসি’ কার্যক্রম এর শুভ উদ্বোধন

“সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন” উদ্বোধনের পর মোনাজাতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মাননীয় অর্থমন্ত্রী, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, কমিশনের চেয়ারম্যান ও কমিশনারবৃন্দ এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ

০৮ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি) -এর নবনির্মিত “সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন” ও “দেশব্যাপী ফিন্যান্সিয়াল লিটারেসি” কার্যক্রম এর শুভ উদ্বোধন করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রথমে সকালে আগারগাঁও, ই-৬/সি, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকায় নবনির্মিত সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন এর উদ্বোধন করেন। অত:পর তিনি বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রের আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল মাল আবদুল মুহিত, এম পি। মাননীয় প্রধান অতিথি ফিন্যান্সিয়াল লিটারেসির ওয়েবসাইট উন্মুক্তকরণের মাধ্যমে দেশব্যাপী ফিন্যান্সিয়াল লিটারেসি কর্মসূচির উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

কমিশনের চেয়ারম্যান ড. এম খায়রুল হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে সরকারের মন্ত্রী, উপদেষ্টা, প্রতিমন্ত্রী, সংসদ সদস্য, উচ্চ পর্যয়ের ব্যক্তিবর্গ, কমিশনের কমিশনারবৃন্দ ও সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী, ডিএসই, সিএসই ও সিডিবিএল এর উর্ধ¦তন কর্মকর্তাবৃন্দ এবং পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের উর্ধ¦তন কর্মকর্তাবৃন্দ, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং সাংবাদিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে অন্যান্য বিষয়াদির মধ্যে বলেন-

.....নবনির্মিত ভবনটি যথেষ্ট দৃষ্টিনন্দন এবং সেখানে যথেষ্ট সুযোগ সুবিধা আছে, যাতে বিএসইসি' তে কর্মরতরা মনোরম পরিবেশে কাজ করতে পারবে।

একটি শক্তিশালী পুঁজিবাজার উন্নত অর্থনীতি গড়ে তোলার অন্যতম শর্ত। বাংলাদেশের অর্থনীতি বিকাশে বাংলাদেশের পুঁজিবাজার তথা সমগ্র অর্থনীতির জন্য আজ একটি অত্যন্ত আনন্দের দিন।

পুঁজিবাজার যাতে আরো বিকশিত হতে পারে তার জন্য সরকার সবরকম সহযোগিতার হাত প্রসারিত করে রেখেছে। একটি স্থিতিশীল স্বচ্ছ জবাবদিহিতামূলক পুঁজিবাজার গড়ে তুলতে সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

জনগণের সঞ্চয় অভ্যাস গড়ে তোলা এবং সঞ্চিত অর্থের সঠিক বিনিয়োগ এর সিদ্ধান্ত গ্রহণের সক্ষমতা অর্জনে বিনিয়োগ শিক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিনিয়োগ শিক্ষায় শিক্ষিত জনগণ বিনিয়োগের ঝুঁকি সম্পর্কে অবগত হয়ে বিনিয়োগ করতে পারবেন এবং পুঁজিবাজারের গতি-প্রকৃতি সম্মন্ধে সম্যক ধারণা অর্জন করতে পারবেন।

মাননীয় অর্থমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে কমিশনের কর্মকান্ড সম্পর্কে সন্তোষ ব্যক্ত করে বলেন, অচিরেই বাংলাদেশের পুঁজিবাজার আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত হবে এবং বহুজাতিক কোম্পানীগুলি এক্সচেঞ্জে তালিকাভূক্ত হবে।

কমিশনের চেয়ারম্যান তাঁর বক্তব্যে কমিশনের গৃহীত সকল কার্যক্রমে বর্তমান সরকার এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সার্বক্ষণিক সহযোগিতা প্রদানের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং কমিশনের প্রশিক্ষণ একাডেমী “বাংলাদেশ একাডেমী ফর সিকিউরিটিজ মার্কেট” এর মাধ্যমে দেশব্যাপী বিনিয়োগ শিক্ষা প্রচারের প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও পুঁজিবাজার বিকাশ সংক্রান্ত একটি অডিও ভিজ্যুয়াল (Audio Visual) প্রদর্শন করা হয়। এছাড়াও অনুষ্ঠানে দেশব্যাপী ফিন্যান্সিয়াল লিটারেসি কার্যক্রমের উপর নির্মিত কয়েকটি টেলিভিশন কমার্শিয়াল (TVC) প্রদর্শন করা হয়।